মাসিক

সমন্বিত কৃষি বার্তা

COAST Foundation

৫৮ তম সংখ্যা | নভেম্বর- ২০২২

৯ম বর্ষ | কার্তিক - অগ্রহায়ন ১৪২৮

উপকূলীয় সমন্বিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি (সাইটেপ) ২০০৩ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে উপকারভোগীদের Poultry & Live-stock খাতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্র ঋন গ্রহীতারা সাধারনত কৃষি কাজ ও গবাদি পশু-পাখি পালনের সাথে সম্পৃক্ত। উপকারভোগীরা ঋনের বড় একটি অংশ (৭০%) বিনিয়োগ করেন কৃষি ও গবাদি পশু-পাখি পালন খাতে। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গবাদি পশু-পাখি রক্ষা এবং জাত উন্নয়নের জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশন মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের গবাদি পশু-পাখি বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান, উপকরন সহায়তা, টিকা কার্যক্রম, কৃমিনাশক সেবন ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে।

ভোলায় পনের বছর যাবৎ তুষ পদ্ধতিতে ডিম ফুটাচ্ছেন শেফালী বেগম।

ধানের তুষের মধ্যে হাঁসের ডিম রেখে দিলেই ২৮ দিনে ফুটে বাচ্চা। এ প্রযুক্তিতে বৈদ্যুতিক বাল্ব বা হিটারের প্রয়োজন হয় না ফলে লোড শেডিংয়ের ঝামেলা নেই এবং বাড়তি খরচও নেই প্রযুক্তিটিতে। জেলার চরফ্যাশনের দক্ষিণ আইচার শেফালী বেগম পনের বছর যাবৎ এই প্রযুক্তিতে এক লক্ষ পনের হাজার ডিম থেকে ৮০ হাজার হাঁসের বাচ্চা ফুটিয়েছেন। কোস্ট ফাউন্ডেশনের এমএফটিএস কর্মসূচির মাধ্যমে নারায়নগঞ্জের চাষাড়ায় সরকারী হাঁসের কৃত্রিম প্রজনন খামারের এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মাত্র ৮-১০ হাজার টাকা খরচ করে বাঁশ, চালনী, হ্যারিকেন, কাঠ, বস্তা ও তুষের মাধ্যমে এই হ্যাচারী তৈরী করা যায়। হ্যাচারীতে ডিমের যোগান আসে মডেল ব্রিডার হতে, যেখানে ৭:১ অনুপাতে হাঁসা ও হাঁসী পালন করা হয়।

সটার বক্স ও হ্যাচিং বেডে ডিম স্থাপন করছেন শেফালী বেগম, ছবি- মাকসুদুর রহমান

মডেল ব্রিডার হতে সংগ্রীত ডিম লাইটের আলোতে ভ্রুণ পরীক্ষা করে হ্যাচারীর সাটার বক্সে স্থাপন করা হয় ১৮ দিন পর হ্যাচিং বেডে স্থানান্তর করা হয়। চার দিন পর ক্যান্ডেলিং করে যে সকল ডিমে জাইগোট তৈরী হয় নাই সেই সকল ডিম খাবার উপযোগী থাকে। চার ঘন্টা পর পর ক্যান্ডেলিং করাই হলো এ প্রযুক্তির একমাত্র কাজ। শেফালী বেগম পনের বছর যাবৎ এ প্রযুক্তিতে বাচ্চা ফুটিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে তার হ্যাচারীতে প্রতি মাসে ডিম বসানোর ক্ষমতা আট হাজার, প্রতিটি ডিমের মূল্য ১৫ টাকা হিসাবে মোট দাম এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এবং উর্বরতার হার ৭৫% হিসাবে ছয় হাজার বাচ্ছা যার বিক্রয় মূল্য ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫শত টাকা। শেফালী বেগম জানান হ্যাচারী থেকে প্রতি মাসে আয় ৩০ হাজার টাকা। বছরে বর্ষায় দুই মাস ও শীতে দুই মাস ব্যতীত আট মাসই হ্যাচারী ডিম বসানো যায়। তিনি আরও জানান, কোস্ট ফাউন্ডেশন শুরু থেকে হ্যাচারীর সার্বিক কারিগরি সহযোগীতা করে আসছে। ভবিষ্যতে আধুনিক প্রযুক্তি ইনকিউবেটর এর মাধ্যমে হ্যাচারী সম্প্রাসারনের পরিকল্পনা রয়েছে।

চট্রগামে চলছে গরু মোটাতাজাকরনের অগ্রীম প্রস্তুতি।

ভারত ও বার্মার গরু না আসায় গত কোরবানীতে ভাল দাম পেয়েছেন খামারীরা। অনেক হাটে দেখা গেছে গরুর সংকট বিক্রেতার চেয়ে ক্রেতা ছিল বেশী। এ বছরও ভাল দামের আশায় এখন থেকেই গরুর যত্ন নিতে শুরু করেছেন খামারীরা।

ছবিতে বামে দোহাজারীর খামারী মিনটুমিয়াকে পরামর্শ প্রদান করছেন এবং ডানে ইউএমএস তৈরিতে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ দিচ্ছেন কোস্ট ফাউন্ডেশনের টেকনিক্যাল অফিসার কংকেশ্বর। ছবিটি তুলেছেন কাওসার।

চট্রগ্রামের দোহাজারীর চর-খাগরিয়া গ্রামের বাসিন্দ মিন্টু মিয়া জানান কোস্ট ফাউন্ডেশন হতে ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা নিয়ে ২ টি গরু কিনেন। মোটাতাজার জন্য খাওয়াচ্ছেন ইউএমএস ও দানাদার জাতীয় খাদ্য। ইউএমএস এর সাথে গরুর দৈহিক ওজনের এক ভাগ দানাদার খাদ্য খাওয়ালে প্রতিদিন গড়ে ৮০০ গ্রাম ওজন বৃদ্ধি পায়। গবেষনায় দেখা গিয়াছে ইউরিয়া ও চিটাগুর একত্রে পানি দিয়ে গুলিয়ে শুকনো খরের সাথে মিশালে খড়ের পুষ্টিগুন স্বাদ ও গরুর হজম শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। ইউএমএস-এর অন্যতম উপাদান ইউরিয়াকে রুমেন মাইক্রে ফ্লোরাগুলো মাইক্রেবিয়াল হজম প্রক্রিয়ার এমোনিয়া ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরির মাধ্যমে প্রোটিনে রুপান্তিরিত হয়। ইউরিয়া সরাসরি গরুকে মোটতাজা করে না বরং পুষ্টিমান সুষম খাদ্যে ও গরুর হজম ক্ষমতাই দ্রুত মোটাতাজা করে। কোস্ট ফাউন্ডেশন চট্রগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী আনোয়ার হোসেন জানান কোস্ট ফাউন্ডেশন সারা বছরই সদস্যদের গরু মোটাতাজাকরনের জন্য পুজি সহায়তা অব্যহত রেখেছে।

ঘূর্নিঝর সিত্রাং-এর পরে ঘুরে দাড়ানোর চেস্টা, সবজি চাষী খাদিজা দম্পত্তির।

সিত্রাং এর ক্ষতি কাটাতে চরফ্যাশন উপজেলার আসলামপুর গ্রামের কৃষক দম্পত্তি খাদিজা ৮ একর জমিতে বিভিন্ন ধরনের শাক শব্জি চাষাবাদ করেন। জেলা কৃষি অফিস সুত্রে জানা যায়, জেলায় চলতি

মৌসুমে ১১ হাজার ২৪৯ হেক্টর জমিতে শীতকালীন শাক-সবজি চাষের লক্ষ মাত্রা হাতে নিয়েছে কৃষি বিভাগ। ইতি মধ্যে কৃষকের আবাদ কার্যক্রম শুরু হয়েছে গত অক্টোবর'২২ ইং হতে। চলবে আগামী বছরের মার্চের মাঝামিঝ পর্যন্ত।

চরফ্যাশনে আসলামপুরের জামাল ও সোলয়মান দম্পত্তি সীম ক্ষেতের পরিচর্যা করছেন ছবি: মাকসুদ রহমান,

গত অক্টোবর;২২ ইং মাসে ঘূর্নিঝর সিত্রাং-এর আঘাতে জোয়ারের পানিতে ভেসে যায় জেলার প্রায় সবজি খামার। কৃষকরা নতুন করে আবার শুরু করলেন সবজির আবাদ। এ দিকে কোস্ট ফাউন্ডেশন উঠান বৈঠকের মাধ্যমে কৃষক ও কৃষানিদেরকে নিরাপদ ও পুষ্টিকর সবজি উৎপাদনে ভার্মি কম্পোস্ট ও জৈব সার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। চরফ্যাশন উপজেলার আসলামপুর গ্রামের কৃষক দম্পত্তি খাদিজা বেগম জানান, সে প্রতি বছর সাত থেকে ৮ একর জমিতে বিভিন্ন ধরনের শাক শব্জি চাষাবাদ করেন। এবছর ঘূর্নিঝর সিত্রাং-এর আঘাতে জোয়ারের পানিতে তার জমির প্রায় সব্জি গাছ মারা যায়। জোয়ারের পানি নেমে যাওয়ার পড় নতুন করে আবার শুরু করেন সব্জির আবাদ। তার জমিতে সিম, লাউ, বেগুন, টমেটো, লালশাক ও কাঁচা মরিছের চাষ শুরু করেন। চলতি মৌসুমে তার মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার মতো খরছ হয়েছে , সে ৩ লক্ষ টাকার সব্জি বিক্রি করতে পারবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন। খাদিজা বেগম দম্পত্তির মতো আরো শতাধিক খামারীরা সব্জির আবাদ শুরু করেছেন।

টিকা কার্যক্রমঃ

গবাদি পশু ও হাঁস মুরগির ভ্যাকসিন বা টিকা গরু, ছাগল ও হাঁস মুরগিকে মারাত্নক ভাইরাস ও ভ্যাকটেরিয়া জনিত রোগ হতে বাঁচতে সহায়তা করে। নিয়মিত ও সময় মতো যদি এ পশুপাখিকে প্রতিটি ভাইরাস ও ভ্যাকটেরিযা জনিত রোগের টিকা প্রদান করা হয়, তাহলে খামারিরা লাভবান হবেন। এরি আলোকে প্রতি মাসে কোস্ট ফাউন্ডেশন ৬ টি অঞ্চলে গবাদি পশু পাখির টিকা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। নভেম্বর'২২ ইং মাসে কোস্ট ফাউন্ডেশনের ৬ টি অঞ্চলে মোট ০৯ টি টিকা ক্যাম্প করা হয়। উক্ত ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মোট ১৪০৮ টি হাঁস-মুরগি এবং ১১১ টি গরু-ছাগলের টিকা দেওয়া হয়েছে।

ঝালকাঠি সদর উপজেলার ষাটপাকিয়া গ্রামে হাঁস ও মুরগির টিকা দিচ্ছেন শাখার টেকনিক্যাল অফিসার ইমতিয়াজ এবং কুতুবদিয়ায় টিকা দিচ্ছেন পারভেজ। ছবি তুলেছেন আলআমিন ও মোরশেদ।

চর কুকরীতে রুমার কোলজুড়ে এলো সুস্থ্য সবল সন্তান।

চার বছর পর দ্বিতীয় সন্তান জন্ম দিয়েছেন রুমা বেগম। বিচ্ছিন্ন দ্বীপ চরকুকরীতে প্রসব একটি জটিল বিষয়। প্রসব বেদনা যে কোন সময় উঠতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন নিরাপদ প্রসব ক্লিনিক বা হাসপাতাল। চরফ্যাশন উপজেলা স্বাস্থ্য হাসপাতাল হতে দ্বীপটির দুরত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার। সকাল ১০ টা ও দুপুর ২ টার পর পারাপারের সুযোগ নেই এই চরে। একটি মাত্র পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে চরটিতে মাতৃ সেবা প্রদান করা হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। জটিল প্রসব বা সিজার ব্যাবস্থা না থাকায় ঝুঁকিতে থাকেন গর্ভবতী নারীরা।

চর কুকরীতে রুমা বেগমের নবজাতকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন শ্যামল। ছবি-হাসনাত

কোস্ট ফাউন্ডেশন ২০০৩ সাল থেকে এই চরে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আসছে। রুমা বেগম জানান, ৯ মাস আগে তিনি গর্ভবতী হন। কোস্ট অফিসের ডাক্তার শ্যামলের নিকট তিনি নিয়মিত চেকআপ করাতেন, আয়রন জনিত সমস্যার কারনে পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করেন এবং সস্তা দামে পুষ্টিকর খাবার খান। চেকআপে সমস্যা না থাকায় স্থানীয় ধাত্রীর মাধ্যমে সন্তান প্রসব হয়। শ্যামল জানান, ৭ম সাসে গর্ভে সন্তান নড়াচড়া না থাকায় রুমা বেগমকে উপজেলা গাইনী বিশেষজ্ঞের নিকট চেকআপে পাঠান পরীক্ষায় গর্ভের সন্তানের মুভমেন্ট স্বাভাবিক থাকায় বাড়িতেই সন্তান প্রসবের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমানে মা ও সন্তান দুজনেই সুস্থ্য আছে।

কুতুবদিয়ায় স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম

উঠান বৈঠক ও বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে কুতুবদিয়ায় অক্টোবর'২২ মাসে ৮০ জন মা ও শিশুকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হয়। কোস্ট প্যারামিডিক্যাল কর্মী অমর চাকমা এই স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেন।

কুতুবদিয়ার মুরালিয়ায় গর্ভবতী মা ও শিশুর পুষ্টি পরীক্ষা করছেন স্বাস্থ্য কর্মী অমর চাকমা।

সম্পাদকীয়- সমন্বিত কৃষি বার্তার এই সংখ্যা প্রকাশে মাকসুদ সহ যারা লেখা পাঠিয়ে এবং অন্যান্যভাবে সহযোগীতা করেছেন কর্মসূচির পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। যোগাযোগ: ০১৭১৩৩৬৭৪১৬
ইমেইল mizan@coastbd.net